সমকাল

মঙ্গলবার ২৭ জানুয়ারি ২০১৫

১৪ মাঘ ১৪২১ ৬ রবিউস সানি ১৪৩৬,

যুক্তরাষ্ট্র-কানাডায় কমেছে পোশাক রফতানি

■ আবু হেনা মুহিব

প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাকের রফতানি কমেছে বড় অঙ্কে। ডিসেম্বর পর্যন্ত চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে এ বাজারে রফতানি কমেছে ৫ শতাংশেরও বেশি। পোশাকের মোট রফতানি আয়ের ২০ শতাংশেরও বেশি আয় আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। অপরদিকে আরেক বড় বাজার কানাডায় এ সময়ে রফতানি কমেছে প্রায় ১৫ শতাংশ। মোট রফতানির প্রায় ৪ শতাংশ আসে কানাডা থেকে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক খাতে বাংলাদেশের প্রতিযোগী অনেক দেশের রফতানি বেড়েছে।

রফতানিকারকদের মতে, ৫ জানুয়ারির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২০১৩ সালের শেষ তিন মাসে দেশের সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে রফতানি বাজারে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তা আর কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে জিএসপি স্থগিত হওয়ার কারণেও ইমেজ সংকটে রফতানিতে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। যদিও তৈরি পোশাক জিএসপির আওতায় ছিল না।

রানা প্লাজা ধস ও তাজরীন ফ্যাশনসে অগ্নিদুর্ঘটনায় বহু শ্রমিকের প্রাণহানির পর আন্তর্জাতিক মানের শ্রম পরিবেশ না থাকার অভিযোগে ২০১৩ সালের ২৭ জুন বাংলাদেশি পণ্যের জিএসপি সুবিধা স্থগিতের ঘোষণা দেয় ওবামা প্রশাসন। বাংলাদেশ থেকে শ্রম সংক্রান্ত একগুচ্ছ উন্নয়ন উদ্যোগ নিয়ে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয়ে (ইউএসটিআর) দু'দফা শুনানির পরও জিএসপি পুনর্বহালের আবেদন বিবেচনা করা হয়নি।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং বিজিএমইএ সূত্রে জানা গেছে, চলতি অর্থবছরে জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রফতানি থেকে আয় এসেছে ২৪৪ কোটি ২৮ লাখ ডলার। এই আয় আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার কম। যুক্তরাষ্ট্রে ওভেন পণ্যই (শার্ট, প্যান্ট) বেশি রফতানি হয়ে থাকে। আলোচ্য সময়ে ওভেনের রফতানি আয় আগের একই সময়ের তুলনায় কমেছে ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ। ১৯৬ কোটি ডলারের আয় ১৮২ কোটি ডলারে নেমে এসেছে। তবে পোশাক খাতের অপর পণ্য নিটের (গেঞ্জি জাতীয় পোশাক) আয় কিছুটা বেড়েছে। গত একই সময়ের তুলনায় আলোচ্য ছয় মাসে ১ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে ৬১ কোটি ৬৭ লাখ থেকে ৬২ কোটি ৩৩ লাখ ডলার হয়েছে।

অন্যদিকে কানাডায় আলোচ্য সময়ের রফতানি আয় আগের একই সময়ের ৪৯ কোটি ৮৭ লাখ থেকে ৪২ কোটি ৫৮ লাখ ডলারে নেমে এসেছে। ওভেন এবং নিট দুই খাতেই রফতানি কমেছে। এর মধ্যে ১১ দশমিক ৩১ শতাংশ কমে ওভেনের আয় ২৭ কোটি ৪৬ লাখ ডলার থেকে ২৪ কোটি ৩৫ লাখ ডলারে নেমে এসেছে। আর নিটের আয় কমেছে ১৮ দশমিক ৬৩ শতাংশ। ২২ কোটি ৪১ লাখ ডলারের আয় ১৮ কোটি ২৩ লাখ ডলারে নেমে গেছে।

বিজিএমইএ সহসভাপতি রিয়াজ বিন মাহমুদ সুমন সমকালকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার মতো বড় বাজারে হতাশাজনক এ রফতানি চিত্রের পেছনে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। গত ছয় মাসের রফতানি আয়ের চিত্র আসলে তার আগের ছয় মাসের রফতানি আদেশকে ভিত্তি করেই হয়েছে। ২০১৩ সালের শেষ তিন মাসে দেশে টানা হরতাল-অবরোধ ছিল। সময়মতো পণ্য বুঝে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তায় রফতানি আদেশ কমিয়ে দিয়েছেন ক্রেতারা। তিনি বলেন, তখন যেসব ক্রেতা বাংলাদেশ ছেড়েছেন, তাদের অনেকেই আর বাংলাদেশমুখো হননি। কেননা ক্রেতাদের কাছে পোশাক খাতে বাংলাদেশের অনেক বিকল্প এখন সারা বিশ্বে। নতুন করে গত কয়েক দিনের টানা অবরোধের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, এবার চূড়ান্তভাবে বাজার হারানোর পরিস্থিতির মুখে বাংলাদেশ।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাকের রফতানি যখন কমছে, তখন এ সুযোগ কাজে লাগিয়েছে প্রতিযোগী দেশগুলো।